বারীন্দ্রের

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

পূজা।

আমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা

সেজদাদা

শ্রীঅরবিন্দের চরণে

এই ফোটা ফুল কয়টী দিলাম।

ভূমিকা।

হে বন্ধু !

যে দিন 'My mission is over' বলিয়া সমস্ত দুরাশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিভীষিকাময় প্রবাসে মরণ খুঁজিতে গিয়াছিলে, সে দিনের কথা কি মনে পড়ে? সে দিন যে বিধাতা মঙ্গলহস্তে অমৃতভাণ্ড ধারণ করিয়া মরণের পরপারে তোমার প্রত্যাশায় বসিয়াছিলেন, তিনি তোমার কথা শুনিয়া বোধ হয়, একটু হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজ তাই তোমার লেখনীমুখে সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, কাতর হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতীতের জ্বালা-ময়ী স্মৃতি যাঁহার শীতল করস্পর্শে মুছিয়া গিয়াছে, "নানা ভোগছন্দে সৃজন আনন্দে", তাঁহারই বাণী, তোমার মুখে ধ্বনিত হইয়াছে। যে দিন 'হৃদি-বৃন্দাবনে' সর্ব্বনাশা বাঁশীর রব শুনিয়াছিলে, যে দিন তোমার "প্রতি অঙ্গ কানু ক্ষুধাতুর" হইয়া উঠিয়াছিল, তোমার সে দিনের মনের ছবি বড় সুন্দর হইয়া দু একটী কবিতায় ফুটিয়াছে। সেই

চাঞ্চল্যের ফলে যখন প্রথম মিলনের আস্বাদ মিলিয়াছিল, তখন মনে হয় তোমার সমস্ত বাসনা জুড়াইয়া গিয়াছে। তাই তুমি লিখিয়াছ—

"তুমি নহ চাহিবার ধন!
বুকভরা, মর্ম্মভরা, অচিন্ত্য পরাণকাড়া
কালজয়ী সে তোমার আমার মিলন"

তখন তোমার ফিরিবার আর ইচ্ছা নাই। বোধ হয় ভাবিয়াছিলে, সে কালজয়ী মিলন কালের মধ্যে আর আত্মপ্রকাশ করিবে না। তাই কি লিখিয়াছিলে—

"তুমি যে পাথার মোর ডুবে মরিবার,
শ্মশান লক্ষ কোটী জনম-লীলার"?

অন্তর্জগতে রসাস্বাদের পর প্রত্যক্ষ জগৎটা বুঝি একটু প্রথম প্রথম বিস্বাদ ঠেকে! মনে হয়, এ দু'টা পৃথক্ জিনিস, মনটা অন্তর্মুখী হইয়া থাকে, বাহিরের জগতে জাগিয়া উঠিতে তাহার যেন সাহসে কুলায় না। লজ্জাশীলা নববধূর মত সে অন্তরের সুখ গোপনেই ভোগ করিতে চায়।

"তব বুকে ঘুমাবার সাধ
মেটেনি এখনো আজি,— লাজ মান ভয় ত্যজি
ছিনু শুয়ে, সুখে মোর কে সাধিল বাদ?"

এ কথাগুলি বুঝি সেই সময়ের ?

কিন্তু অন্তর্জগতে যে রসতরঙ্গ প্রবাহিত, বহির্জগতে মানবজীবন ভরিয়া যে তাহাই ফুটিয়াছে—ইহা সাধকের নিকট অপ্রকাশিত থাকে না। জগতের মূর্ত্তি সে দিন সাধক কবির চক্ষে রূপান্তরিত হইয়া যায়। যাহা এতদিন নিরানন্দের নিকেতন ছিল, তাহাতে আনন্দের ছায়া আসিয়া পড়ে। বহু যে একেরই মূর্ত্তি, যিনি জগদতীত, জগৎ যে তাঁহারই রূপ, যাহা অনন্ত তাহাই যে সান্তভাবে আপনাকে সম্ভোগ করিতেছে, অরূপ যে রূপেরই মধ্যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছে—এই কথাটী উপলব্ধি করিলে বহির্জগৎ আর ভয়ের কারণ হইয়া থাকে না।

"আপনা হারায়ে পিয়াময় হয়ে
নাহি বুঝি এত সুখ,
ধরি আন কায়া, নূতন করিয়া
যত গো চুমিতে মুখ।"

—সাধকের মুখে তখন এই কথাই বাহির হয়।

"মায়ার নিকুঞ্জবনে পেয়েছি রে নিরঞ্জনে
এ রস আস্বাদি তাই সেই রস লাগি।"

ইহাই সাধক কবির তখন মনের অবস্থা। সাধনের এই তৃতীয় স্তরের কথাগুলি তোমার কবিতায় বড়ই মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

"সে যে সীমার মাঝে অসীম রাজে
দিগ্‌বলয়ে গগন পারা"।

—ইহা সুধু বুদ্ধির বিচার নহে। ইহা সর্ব্বরসাধারের জীবরূপে আত্মসম্ভোগের ইতিবৃত্ত। ইহার তীব্র আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কবিকে গাহিতে হয়—

"বিষয়ে বিষয়ে বঁধু আছ তুমি মধু হয়ে
কামনা পাগল আমি তাই ত জগৎ লয়ে ;
"সমাধি দুর্ল্লভ ধন সেথা তুমি অবতার ;
তাই ফুল মূর্ত্তিমতী মধুরিমা কবিতার
বীণার নটীর কণ্ঠে গীতময়ী যমুনায়
কৈবল্যের সুখধারা উছলি উছলি যায়।"

মধ্যযুগে ভারতের সাধনা জগৎকে অতিক্রম করিয়া জগদতিরিক্ত পুরুষের আনন্দ-স্রোতেই ডুবিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মানুভূতিই সাধনের শেষ কথা নহে। নিগমের পরে আগমের সূত্রপাত। ব্রহ্মানন্দস্রোত যে তুরীয়েই পর্য্যবসিত নহে, জীবহৃদয় যে ভগবানের লীলাকেন্দ্র, জগৎ যে তাঁহারই রূপ, এই অনুভূতিই যে এ

যুগের সাধনা—এই কথাগুলি বিশেষ করিয়া আজকাল সাধক-হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমার কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে বাঙ্গালীর এই নবীন অনুভূতি ঘোষিত হইয়াছে। বাঙ্গালার গৃহে গৃহে তোমার কবিতাগুলি আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

গোঁদলপাড়া,
চন্দননগর।
১৫ই চৈত্র, ১৩২৬।

অভিন্নহৃদয়
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিথ্যা

ছোট হয়ে তুমি বাধালে গোল।
একি গুণ করি সত্য বিসারি
আমারে যে বড় করিলে পাগল।
ক্ষণিক বলিয়া সব মায়া যদি
কেন তোরে পাই এ রস আস্বাদি,
কেন ভাঙা গীতটুকু সুখের অবধি
বেজে থেমে যাওয়া চরণে মল ?
ঝরে পড়ে বলি তাই অনুপম
মরমী বুঝে রে ফুলের মরম;
বিন্দু বলে কি প্রেম ধরে কম
রমণীর আহা নয়ন জল ?
মিথ্যা যে বড় লেগেছে মধুর,
তারি প্রাণে ধরা সত্যের সুর,
সে সুরে মগনা নিশি ভরপুর,
গুঞ্জরি তাহা অলি পাগল।
এযে লুকোচুরি দুরু দুরু বুকে
তোরে আতি পাতি খুঁজিবার সুখে,

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

অন্তরে পাঠায়ে ডাক মায়া থেকে,

বাহিরে আসিলে মন উজল।

জীবন কোঠায় মরণেরি আড়ে

ধরি ধরি হই উঁকি ঝুঁকি মেরে,

কেহ হারাতে চাহি (তারে) হারাইতে নারে

সে টুকু বুঝাতে পেতেছে কল।

দুরাকাঙ্ক্ষা।

সখি আমারে শিখায়ে দে।
সেই যে তেয়াগে সব পাইবার
সুখ উপজিবে রে।
মনটি দিবে সে কোন্ প্রেম ভিখে
কাঙ্গাল সাজাইয়ে?

ওরে দে মোরে দেখায়ে দে!
হেরি যা' নয়ন জনমেরি শোধ
আর না ফিরিবে রে;—
সারাটা জীবন একটি দিঠিতে
কুড়ায়ে লইবে সে।

তোরা মোরে কি বুঝাবি নে?
এমন লুকায়ে মরমে গ্রন্থি
কোথায় বাঁধিয়াছে?
মোর চির নিশা গায় উদয়ের আলো
কেন মাখায়েছে সে?

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

ওরে কোন্ অন্তঃপুর সে?

যার জানালায় তার সনে বসি

জগত মধুর রে।

যে জাগা জীবনে এ স্বপনসুখ

রাখে ভরপুর রে।

কিশোরীতে।

একটি কিশোরী অঙ্গে তোরে গো ধরিব,
স্বরগ মরত মোর এক ঠাঁই নিব।
দুইটি নিবিড় চোখে তুয়া পারাবার,
এতটুকু মাঝে সাধ অনন্ত পাবার।
একটু লাবণী দিয়া ও রসের সীমা,
মোর সে মূরতি ধরা ব্রজ মধুরিমা।
পূজা মোর পূজা মোর বড় পূজা সেই—
মোর লাগি তুমি আর কোথায়ও গো নেই।
নিখিল কুড়ায়ে এসে সে অঙ্গে রমণী,
ত্রিলোক মুছায়ে নেছে নীলাম্বরী খানি।
আপনি গড়েছ বঁধু প্রতিমা আপন,
আমারে মজাতে তোর এত আয়োজন।

ব্যর্থ আত্মগোপন।

যার গো মান মন্দির খুঁজে পাগলিনী ওরে
লুকায়ে সে পথ হয়ে চরণ হৃদয়ে ধরে ;
যেই দল আবরণ
কলির আত্মগোপন
তারই রাঙ্গা উন্মোচন কমল মাধুরী ধরে।

(সে যে) লুকায়ে জগত ভরা
দুখ তারি গাঁঠ ছড়া,
তাই না পাওয়ায় ধন্য হয়ে যায়
অভাগী নয়ন লোরে।

জানে না পাগলী ভাল
কেন তার আঁখি কালো,—
ওসে নিবিড়েরি রূপে
(তার) গেছে আঁখি ছুপে
অফুরন্ত অভিসারে।

লুকাইতে আরো সে যে পড়ে ধরা—
তার সাঁঝ উষা সোণার পসরা ;

সে অবগুণ্ঠন
বড় বিমোহন
রূপ যে দ্বিগুণ করে।

পাগলীরে গড়ি কাঁদায়ে গো তারে
আর কি ঢাকিতে পার আপনারে?
বল আছে গো আর কি
অরূপেতে বাকি
মূরতি ধরিতে ওরে?

সে কেমন ?

সে কেমন সই ?
এ সুন্দর ভুবনে আমি পাগল গো দিনযামী
শুনি চাঁদে ফুল মুখে
নিতি ওই ওই ;
মোর ব্যর্থ পরাণ কাঁদে
কই ওগো কই ?

সে কেমন সই ?
ও তনু সৌরভ মাখা তাহারি সাজায়ে রাখা
যে ঘরে পাঠায় মোরে
সেথা পিয়া নাই,
সুখ থর থর অঙ্গে
তাই গো সুধাই।

সে কেমন সই ?
হেথা গঙ্গোত্রীর ঝরঝরে নিতি বলি বলি করে
রবিরক্ত হিমাচল *
দেখায় গো তাই—

কি দেখিতে কি দেখার
সুখে ডুবে যাই ।

সে কেমন সই ?
হেথা উষা মন্ত্র জানে   সসীমের সে অসীমে
একটি পুলক ডুবে
বুঝি খুঁজে পাই
জনম জনম যারে
সুধায়ে হারাই ।

সে কেমন সই ?
পিউ কাঁহা ডেকে মোরে   কূলের বাহির করে
কুসুমে হাসিতে দেখে
অভিসারে যাই—
(ওরে)   বুঝি সে পেয়েছে মোরে
আমি পাই নাই ।

সে কেমন সই ?
সে যে আঁধারেতে রয়ে   আমারে আলোকে লয়ে
সারাটা জীবন পোড়া
মুখ দেখে ছাই—

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

সোহাগে গরবী আমি
খুঁজিয়া বেড়াই।

সে কেমন সই?
যারে আমি করে পতি স্বামিহীনা ভাগ্যবতী
তার হয়ে তারে খুঁজে—
এই দুখ চাই—
যেন তাহার প্রেমের ঘোরে
জনম গোঁয়াই।

হাতছানি।

এ জগত লীলা সে পিয়ার ডাক
মূরতি ধরেছে ওই,
তার আঁখি ঠারা অঞ্চল সরা
নগন উরস সই।

সৃজন নহে রে সাধিতে আমারে
পিয়ার প্রেমের লিপি,
বসি নিরজনে সুখের সরমে
তাই পড়ি চুপি চুপি।

এ মধু অবনী তারি হাতছানি
সতী কুল লাজ নাশা ;
সে নটরাজার পটে চমৎকার
সচিত্র প্রণয় ভাষা।

সে হয়েছে গঙ্গা গজত-তরঙ্গা
আমার তারণ লাগি,
জন্ম জন্ম ভরে তাহে স্নান তরে
পূর্ণকুম্ভ যোগ মাগি।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

চির বাসরেতে ফুল শয্যা পেতে
আমরা মিলনে রই
হাসি অশ্রু ভরা তাই ওগো ধরা
মঙ্গল কলসময়ী।

বাঁশীর ফুঁক।

কার শ্রীঅধরে দিয়া মন-বেণু
মহাভাবময়ী এ গীত সৃজিনু ?
এক ফুঁকে মরি
বাজাল কি করি
রাগিণী জগদাকারা !

সে কানু কোথায় ? আমার মন-বাঁশীতে মুখ দিয়ে সে ফুঁক দিল, আর রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, মাতাল করে এই লীলার গান বেজে উঠল। তাই বলি সে কানু কোথায় ? সে ব্রজ কোন্‌খানে যা'র গোঠে, যা'র শ্যামল সজল যমুনা-তটে এমন জগদাকার গোপীচিতহারী সুর বাজে গো ?

বুঝি তার কোমল চাঁপার কলি আঙ্গুলে এই আমার মন-মুরলী ধ'রে সে তা'র ফুল্ল অধরে দেয়। কখন দেয়, কেমন ক'রে দেয়, কি ফুঁক্ মারে, 'বিজ্ঞান, দর্শন, তন্ত্র, মন্ত্র, কেউ ত তা' আজও বলতে পারে নি। সে বাজায় আর আমি বেজে মরি—

"সন্ধ্যা বাজি সকাল বাজি
বাজি নিশুইত রাত"।

কত যে কি বাজি তা' কি আমিই বল্‌তে পারি? তা'র বাজানর ছেদ নাই, বিরাম নাই, আমারও বাজা অফুরন্ত। এই চোখের জলের করুণ সজল বাজা, ঐ হাসির ফোয়ারায় উচ্ছল পাগল বাজা; এই মরণের রুধির রক্ত তাতাথেই গান, ঐ জীবনের মৃদুল মধুর বিজলি শিহর ভরা দক্ষিণা সুর। সুখের জ্বালায় বুক ফেটে—উথলে উথলে বেজে মরি, আর চোখ মেলে কাণ পেতে জিব দিয়ে স্পর্শ ভোরে সকল ইন্দ্রিয় তনু মন দিয়ে তৃষিত ব্যাকুলতায় পড়ে পড়ে শুনি।

তাই বলি ওগো বুঝি সে নেই, আমিই আছি; আমিই বাজাই, আমিই বাজি, ওগো আমিই শুনি, —এই তিনের মিলনই বুঝি সে, এই ত্রিমূর্ত্তির নামই বুঝি গোপীবল্লভ ব্রজকিশোর বংশীধারী কানু। নইলে এমন গান, এমন ভুবন-ভোলান মাতাল করা বাঁশীর ফুঁক কি মানুষের হয় গা? বার বছর "নিশুইত" রাতে চাঁদনি ঢালা নিঝুম রসে নীরব সুখে কেঁদে বেজে গেছি, এবার সাধ হয়েছে নতুন সকালে অটুট হাসির ঢেউয়ের মাঝে তোমা-দের ঘাটবাট, যমুনাতট ভরপুর ক'রে সেই গান শোনাব। তোমাদের দেখাব—ওগো সব যে

তা'র বাজা ; ভাল, মন্দ, ছোট, বড়, পাঁশ আর হীরে সব যে সেই অন্তরধনের সুরতরঙ্গ।

এ যে আনন্দের হাট, তা'র বলে শুন্‌লেই যে এ সাহানায় সব ভরে উঠে ; এ গান আমার, তোমার, এর, ওর কিম্বা তার, এমনি পরের বলে শুনতে গিয়ে তান-লয়ের মাধুরী যে নষ্ট হ'য়ে যায়। সেই সহজ রসের বিলাস—সেই আপনি বাজা আপনি ওঠা ধন ওজন করতে বেছে গুণে তুলতে গিয়ে হারিয়ে যায়, আনন্দের ভরা হাটে বসে কাঁদতে হয়। তাই বলি—

এ বীণা বাজায় না কেউ
আপনি বাজে ;
এ সোণার উষা সাজায় না কেউ
আপনি সাজে।
সহজ এ যে সহজ বড়
নাম-রূপের ধন
আমার পাগল মন-আকাশে
বাঁধলো বৃন্দাবন ;
এ গোপী এ কুঞ্জখানি
(ওগো) নিতুই কানুর অঙ্গে রাজে
রঙ্গরাজের হিয়ার মাঝে।

তাই সাধ হয়েছে আমি আকাশ ভরে অমল নীলের কাণে কাণে রসের গান গাইব, মনের মানুষ থাকো ত তোমরা শোন। সোনালি উষায় গলা ফুলিয়ে স্ফুর্ত্তির জ্বালায় পাগল দোয়েল গায় কেন? থাক্‌তে পারে না বলে, ঢেলে দিতে গিয়ে তা'র নিজের বিন্দু ফুরায় না বলে। আমারও যে সেই দশা। ওগো অহঙ্কার নেই গো, দোষ গুণতে আমার গুণের লেশটী নাইকো, তবু যে আমায় গাইতে হ'বে। সে যে মন বাঁশীতে ফুঁক দিয়েছে, আমি যে আর আমি নই, বংশীবিলাসের রস-লীলায় আমি যে কানায় কানায় ভরা—

"ওগো চলিতে অথির হয় যে অঙ্গ
মোরি পদে শুনি সে নূপুর-রঙ্গ,
এ কর চরণ প্রতি তনু যেন
তারি তারি মনে হয়।"

আমি বাজি, তোমরা বাজ, জগত্তরঙ্গ সুখ থর থর ভরাট আকাশে লীলার প্লাবনে বাজুক, অকূ-লের রাসবিহারীর এ গান অটুট লয়ে সুধার রসে সব বিপিনে বাজুক। ওগো, তোমরা ভয় কর না; ভাল মন্দের মুদি! ওগো, তোমরা সহজ হও, আপনা ভুলে—দু'দণ্ডের তরে একবার আপনা ভুলে অন্তর

বাহিরের সেই এক—উজানে ভাটায়, জীবনে মরণে, ভাঙ্গায় গড়ায় সেই এক জগৎ বাঁশীর মৃত্যুঞ্জয় ফুঁক শুনে নেও; কৃতার্থ হবে, চিরজন্মের মত বেঁচে যাবে, সেই রসলীলায় সুর মিলিয়ে সব পাবে গো সব পাবে।

ইতি—

দ্বীপান্তরের বাঁশীর বাদক।

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা

বারীন্দ্রের

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

প্রবাহ-পতিত।

হৃদি বৃন্দাবনে আমারি কারণে
সেই সর্ব্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার।
তারে জানি না তবু যে ভুলি লোকলাজে
পাগলিনী ধাই অভিসারে তার।
ওগো প্রমত্ত উজান মন যমুনায়,
লুকাইয়ে বাঁশী ডাকে সখি আয়,
সে প্রাণ কালিয়া বলে দে কোথায়,
বড় যে সুখের কলঙ্ক রাধার।
প্রতি অঙ্গ মোর কানু ক্ষুধাতুর,
সে কানু কেন রে দূর এতদূর?
মম প্রেমেরি রাজা তো ছিল না নিঠুর,
কোটী কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

ওরে যত ছিল রাস যত বৃন্দাবন
যত লো কদম্ব যমুনা পুলিন
সেথা জনমে জনমে সেই কানুধন
প্রেম ভিখারিণী আমি রাধা তার।

ভেদে আনন্দ।

আমি যার কাঙ্গালিনী
সে পরশ মণি
আমারি হৃদয়ে রাজে ;

এ শ্রীঅঙ্গে সখি
লুকায়েছে নাকি
অনু পরমাণু মাঝে !

মোর তিয়াসু পরাণ
ভরি কাণে কাণ
মধু গঙ্গা ছল ছল্ !

মোর বুক ভরা
সে সুধা পসরা
পিয়িব কেমনে বল্ ?

সুবাসে বরণে
রূপ রস ধনে
রচিয়া রচিয়া মায়া,

মজায়ে আ মরি
পাগলিনী করি
সে যে গো ধরেছে কায়া।

তাই দরশে পরশে
শ্রুতি গন্ধ রসে
পিয়া-মকরন্দ-ময়,

যেথা হেরি সবি
কানু চন্দ্র ছবি
জগত উজলি রয়।

এত চাহিয়া পাইয়া
পূরে নাক হিয়া
অফুরন্ত প্রেমধনে

আপ্তকামা দাসী
তাই লো পিয়াসী
সে বিনা নাহিক জানে।

আপনা হারায়ে
পিয়াময় হয়ে
নাহি বুঝি এত সুখ,

ধরি আন কায়া
নূতন করিয়া
যত লো চুমিতে মুখ।

জনমে জনমে
তাই বঁধু সনে
সাধের এ দুখ দশা,

ওরে স্বামী কামনায়
প্রবেশি চিতায়
এ মোর কলঙ্ক নাশা।

সে চিদানন্দ মণি
ধনে আমি ধনী
তবু এ তনু পাপের ভার—

ছিদ্র কুম্ভ ভরি
বহি প্রেমবারি
সতীত্ব গরবে তার।

অকিঞ্চনের প্রেম।

তুমি নহ চাহিবার ধন !—
বুক ভরা মর্ম্ম ভরা
অচিন্ত্য পরাণ কাড়া
কালজয়ী সে তোমার আমার মিলন,—
কামনা কলুষ হরা মগ্ন স্বপন।

তুমি নহ খুঁজে গো পাবার !—
নিজের মরণ কবে
কে খুঁজে পেয়েছে ভবে ?
তুমি যে পাথার মোর ডুবে মরিবার,—
শ্মশান লক্ষ কোটী জনম লীলার।

এ পরাণ পরশ রসিক !—
অলখে চুমিয়া মোরে
কবে সব নেছ হরে
মন আঁখি তাই তোমা চেয়ে অনিমিখ ;
সব কামনার মম তুমি গো অধিক।

ও প্রেমের নাহি কি অবধি ;—
হরিতে আমার হিয়া
কত রূপ রস দিয়া
রচিছ এ মায়া ; কেন এত সাধাসাধি ?
তোমাতে যে কাম মোক্ষ লয়েছে সমাধি।

অকূলের হে রাসবিহারী !
পরশে সহজ করি
সব যে গো আছ ভরি
তৃপ্তি মেনেছে হার আহা মরি মরি।
—সুখের অধিক মোর নির্ব্বাণ লহরী।

বীর সাধনে।

নিরাকারা তবু নিখিল-আকারা
বড় রূপসী গো বঁধু সে আমার ;
সে জ্ঞান সাগরে বিষ সুধা কি রে
মধুমগ্ন হয়ে নহে একাকার ?

মোর চরণেরি গতি এ কণ্ঠের বাণী
তারি শক্তি সে যে শক্তিস্বরূপিণী ;
শ্রবণেরি শ্রুতি মোর নয়নমণি
সে হয়েছে যে মোর চিত প্রেমাধার।

আমি অলি সেই ফুলে ফুলে মধু
মোর যতরে লালসা মিটাবার বঁধু,
সে ভোগ কুঙ্কুমে লেপি অঙ্গ শুধু
আমি রে কলঙ্কী জগত মাঝার।

সে মোর গরল পাপ দীনতারই
তারে পিয়ে আমি নীলকণ্ঠ তারি
কাম ক্রোধ ভস্ম অঙ্গে রে ভিখারী
আমি চিরদিন সে অন্নপূর্ণার।

ওরে নহে পাপপঙ্ক এ গঙ্গা মৃত্তিকা
পূত বিশ্বজন ধরি এই টিকা,
তার পদ যুগে অলক্তক লেখা
দুখ হুতাসের যত রক্তধার।

সে অবিদ্যা তাই আমি হীনমতি,
আমারি কলঙ্কে মরেছে সে সতী,
মায়া শব স্কন্ধে রে কৈলাশপতি
আমি চিদানন্দময় শিব তার।

অন্তর্ম্মুখতা।

এ পরাণে ওগো অগোচর!
তুয়া বৃন্দাবন মাঝে
রচি ফুলশয্যা লাজে
কোথা রেখেছিলে মোরে করিয়া বিভোর:
অখণ্ডের ঘরে যেথা তব দূরান্তর।

হে আমার মায়া যাদুকর!
মজাইতে অবলায়
কেন গো জাগালে তায়?
সহজে পাগল দাসী; অসহ সুন্দর—
তুমি যে তাহার সুখ-কলঙ্কের ডর।

তব বুকে ঘুমাবার সাধ
মেটেনি এখনো আজি
লাজ মান ভয় ত্যজি
ছিনু শুয়ে, সুখে মোর কে সাধিল বাদ?
—একাকারে চিনি ঘুম সুধার আস্বাদ।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

হে আমার সীমন্তের-সোহাগ-সিন্দূর !
তব প্রেমে কলঙ্কিনী
করিবে বৈকুণ্ঠ রাণী
আমারে ? সবে না সে যে সুখ ভরপুর :
তুয়া-সঙ্গ-সুধা মোর মরণ ঠাকুর।

মোরা হব লক্ষ্মী নারায়ণ।
এস ক্ষীর শয্যাপাতি
কাটাব অনন্ত রাতি,
কোটী সৃষ্টি নাশা ওগো সে সহমরণ
তৃতাপ জুড়ান মোর শ্রীঅঙ্গ চন্দন।

মোর এস চির বিজয়াদশমী !
জীবনের সপ্তস্বরা
বাজিয়া হয়েছে সারা,
শ্রান্তা ভোগপুরে তব বারবিলাসিনী :
তোমাতে গো গঙ্গাজলী কর তারে আনি।

শ্রীরাধা।

রাধার দু'টি রাঙা পায়ে
অনন্ত পড়েছে ধরা,
সেথা কত বিশ্ব উঠে ভাসে
চিদানন্দে মাতোয়ারা।

কালো তার আঁখির কোলে
কাল-শিশু দোলায় দোলে,
সে যে জীবনেরি মূর্ত্ত গীতি
মরণ বাঁশীর সুরে ধরা।

কি লাবণী ধাম মরি
তাহে কবির স্বপন গেছে হারি,
সে যে সীমার মাঝে অসীম রাজে
দিগ্বলয়ে গগন পারা।

কোন্ দূরের কোলে এমন
জগজ্জ্যোতির উজল তপন
সোণার রাগে জুড়িয়ে জাগে
প্রেমের উষায় ভুবন সারা।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

বিশ্বকবির হে কবিতা।
হের নিত্যে লীলায় কি একতা।
সে যোগীজন প্রাণারাম
এবার বুঝেছি রে কেমন ধারা।

অন্বেষণ।

ওগো মায়া বড় মনোহরা।
যেই মলয়জে এ গন্ধ বিরাজে
বল সে কেমন ধারা।

কার শ্রীঅধরে দিয়া মনবেণু
মহাভাবময়ী এ গীত সৃজিনু,
এক ফুঁকে মরি বাজাল কি করি
রাগিণী জগদাকারা ?

কার রে কুঙ্কুম কার হোলিখেলা
রঙিয়া গো চিতি করিল উজলা ?
এ সৃষ্টি দীপালী কে দিল রে জ্বালি
খচিত তপন তারা ?

নিরমল মোর নীল জলরাশি
কাহার শীতল শ্রীঅঙ্গ পরশি
হিমানী ধবল হলো হিমাচল
শত চন্দ্র উজিয়ারা ?

তার শুনেছি শ্রীপদ নখমণিচাঁদে
মোর মত রাজে অনন্ত শ্রীরাধে,
কোটী বিশ্বদোলা গলে গুঞ্জামালা
মোর সে হৃদয়-চোরা।

আত্মরতি।

কে বলিবে একি বিজলি শিহর
পরাণ পরশি যায়!
জগত জুড়ান শান্তি অমিয়া
মরমে নিঙ্গাড়ি দেয়।

জাগর সুপ্তি হোতে গো অতুল
দ্বিধা দ্বন্দ্ব হারা কি সুখ বিভুল
দশা মনোহর নিবিড় নিথর
নীরব সোহাগময়।

না তেয়াগি দেশ কাল ব্যবধান
তনু না পাসরি সই
প্রাণারাম প্রেমে বল গো কেমনে
হইব গো প্রেমময়ী?

কি সুখ যদি লো মাখামাখি হয়ে
আত্মযোগে মোর বঁধুরে লইয়ে
নারি গো ডুবিতে সুধা জলধিতে
জীবন-মরণ-জয়ী,

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

তোরা আঁখি ভরি দেখে নাকি সুখী
অধরে অধর রাখি,
এমন করিয়া মনে মন দিয়া
কে জানে দেখিতে সখি ?
তোদের যত জানাজানি যত রে মিলন
তাহে প্রেম আশা ভরে কি এমন ?
ওরে সে মণির মাঝে মোর জ্যোতি রাজে
জগৎ প্রকাশ রাখি।
মোর অশরীরী বঁধু নাহি পদচিন
হৃদিবৃন্দাবনচারী,
সদা মোর কালো জলে কানু ছবি দোলে
তরঙ্গে উজল করি।
তাই নাই তুমি আমি শান্তি অটল
অকাম মধুর বড় গো শীতল—
এক রসতায় অখণ্ড লীলায়
যেন সাগরে যমুনা বারি।

বিষয়ানন্দে।

সুঠাম গো রূপসীর
মনোহারিতার মাঝে,
ঢল ঢল কৃষ্ণতার
আঁখির অতল লাজে,
সে রাস মণ্ডল মধু
তব বৃন্দাবনময়ী
আছে গো লুকান তাই
নারী গো জগতজয়ী।

ফুল যেথা নীল পীত
বরণের স্বপ্ন খানি,
সুরসে গন্ধে ফোটে,
অকামীর কাম্য মণি
সমাধি দুর্ল্লভ ধন
সেথা তুমি অবতার,
তাই ফুল মূর্ত্তিমতী
মধুরিমা কবিতার।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

বীণার নটীর কণ্ঠে
গীতময়ী যমুনায়
কৈবল্যের সুখধারা
উছলি উছলি যায়।
বিষয়ে বিষয়ে বঁধু
আজ ওগো মধু হয়ে,
কামনা পাগল আমি
তাইতো জগত লয়ে।
তুমি ভোগরূপী নাথ
কেন হলে সুখসার ?
তাই পাপ লালসায়
করিনু তো কণ্ঠহার।
দরশের কান্তি মোর
পরশের কোমলতা,
ঐহিক বাঞ্ছিত ওগো
ইন্দ্রিয়ের সফলতা।
এত রূপ ধরেছ যে
তাই সঙ্গ কাঙ্গালিনী
হয়েছি তোমারি লাগি
আমি বারবিলাসিনী।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

তেয়াগি রে লাজ ভয়
অলক্ত কুঙ্কুম পরি
দাঁড়ায়েছি পথে নাথ
তোমারে আনিতে ধরি।
তুমি ওগো নিশি নিশি
এ দেহ কুঞ্জচারী
নিবিড় কলঙ্ক সুখে
মজালে অবলা নারী।
আঁধারেতে আসা যাওয়া
সে মিলন দু'জনার,
সুখ বিনিময়ে নাহি
ছিল শক্তি চিনিবার।
পেতেছিনু ফুল শয্যা
আনন্দের লালসায়,
অন্তরতম বলে
তোমারে বুঝিনি হায়!
মরম কুঞ্জ পথে
আজি অভিসারে আসি,
জেনেছি ও ব্রজলীলা
মূর্ত্ত পরাণ বাঁশী।

নিজেরি নাগর।

আপন মাধুরী মোরে
করেছে পাগল!
উপাড়ি নয়ন মণি
হেরি তারে কিসে ধনি?
আঁখি পিয়াসুর লাগি
আঁখি যে সম্বল।
এমনি সবাই বুঝি
নিজেরই নাগর।
সাগর তরঙ্গ মেলি
আপনায় চুমে খালি
নিজ প্রেমসুখে চাঁদ
হাসি উজাগর।
বঁধু নাই তবু দেখ
এত ভাল বাসি!
মোর আঁখি দু'টি রয়
নিতি মোরই প্রতিক্ষায়!
(ওগো) নিজ পদে বিনামূলে
বিকায়েছে দাসী।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

বুঝি মরণে নিজেরে দেখা
জীবনে তা' ভোলা।
তাই বিরহের কোটি আঁখি
মিলনে মুদিয়া থাকি
নিজেরে পাইয়া বিভোর রই
হারায়ে উতলা।
রূপে বুকে করি আমি
অরূপ-সোহাগী—
মায়ার নিকুঞ্জবনে
পেয়েছি রে নিরঞ্জনে,
এ রস আস্বাদি তাই
সেই রস লাগি।
জাগ্রত সমাধি মোর
পিয়াস্থ যৌবন ;—
ভোগ সুখ বাসনায়
মন্দির আরতিময়,
ইন্দ্রিয় সরস যোগ
পরম পাবন।

অমুর্ত্তের মুর্ত্তি।

কে এল মোর
হৃদয় আঙ্গিনায় ?
প্রেমনীরে অন্ধ নয়ন
মরম গলে যায়।

কার সে রাঙ্গা চরণ খানি
হৃদে যবে বসাই আনি
আমাতে আর রইনা আমি
নেশায় পাগল প্রায়।

রঙিয়ে আমার মনের রঙে
প্রেমের পোটো কি গুণ জানে
রচেছে এ মোহন ছবি
স্থির চপলায়।

পোটো থাকে মনের পারে
পট আঁকে আমার ঘরে
রূপ তাই অরূপের
দুয়ার খুলে দেয়।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

স্বপন সুখে নিবিড় করা
আমার জাগা এমনি ধারা
হারিয়ে গিয়ে পাওয়া সে যে
আপনি হয়ে যায়।

নিরঞ্জনের সাথে।

মূক সে বঁধুর শান্ত সোহাগ
চন্দন চুয়ামষ়,
নীরব মনের নীরবতা মাঝে
জমাট বাঁধিয়া রয়।

ভাষাহীন তার কবির পরাণ
সদা চেতনাটি ভরে
স্বর্ণপাতে জড়া মণি মুক্তা পারা
কত জ্বল জ্বল করে।

অরূপ হইয়া এত শীতলিয়া
সবটুকু হিয়া মোর
বেড়ি গো কেমনে রহে সে কে জানে
রচি প্রেম বাহু ডোর।

তার নাহি নাকি নাম ধাম সখি
মোর আঙ্গিনায় নিতি
ধ্বজ বজ্র আঁকা সে চরণ লেখা
কেন হেরি দিবারাতি ?

প্রেমের বন্দী।

ধরা পড়া ভালবাসি রে!
মধু গন্ধে মোরে সে নেছে ডাকিয়া
বাঁধিতে বুকের দলগুলি দিয়া
প্রেম প্রতারণে
সুরভি মরণে
তাই এ জগকুসুমে পশিরে।

রাখ গো যতনে কাঙালের নিধি
কি সুখে কৃপণ আঁচলেতে বাঁধি;
মোরে বসনে লুকায়ে
কভু হাতে লয়ে
শুধু দেখ দিবা নিশি রে।

কাছে কাছে উড়ি ধরা দিতে ফিরি
তুমি সাড়া দাও পিঞ্জর উঘারি
ও বন্ধন পাই
বন ভুলে যাই
দু'পাখা ঝাপটি আসি রে।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

আঁখি সনে আঁখি যবে পড়ে বাঁধা,
লাজে উঠি পড়ি আকুল সে সাধা,
হেরি তা' পুলকে
সুখী সমসুখে
বড় হাসা আমি হাসি রে।

বাঁধিতে আমায় সৃজনেরি ফাঁদে
ধরা যে পড়িলে নারী মুখ ছাঁদে,
এত ছলা ছলে
ধরা দিতে এলে
সব চতুরালী গেল ভাসি রে।

যত মম দুখ যত গো বন্ধন
ঘিরি দু'টি ঐ চম্পক চরণ
তব লীলা নৃত্যে আজি
ছন্দে উঠে বাজি
নিখিলেরি দুখ নাশি রে।

সন্দিগ্ধের প্রশ্ন।

কোন্‌টি যে মায়া আহা কোন্‌টি যে তুমি !
স্বপনেরি মাঝে বঁধু
স্বপন রচেছ শুধু
কত মুখ তুয়া জ্ঞানে ফেলিনু যে চুমি।

রহস্য নগরে খোল কত যে দুয়ার !
গৃহ হতে গৃহান্তরে
কি সুখ পুলক ভরে
কুসুম শয়নে তোরে খুঁজি অনিবার।

কোথা তুমি নাই ওগো আছ কত দূরে ?
সাগরের মীন হই
বাঁচি না যে জল বই
সে সুধা সলিল পাই অন্তরে বাহিরে।

হারায়েছি পেয়েছি বা আজো বুঝি নাই !—
চাহি যাহা কাঙালিনী
হইয়ে মুকুর খানি
সে পরম মুখ নাকি জগতে দেখাই।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

কে তোমার পর প্রিয় কে বড় আপন ?
সব মন দলগুলি
স্তবকে স্তবকে মিলি
রচেছি কমল ফুল তোমারে মোহন।

লইতে আদরে নাম ফুরাইল ভাষা
হলো না যে বলা তবু
কে তুমি কে তুমি প্রভু
জনমি জনমি শুধু বাড়িল পিয়াসা।

আমি দিব ধরা কিবা আসিবে গো বুকে ?
অলি কি গুঞ্জরি মরে
তাই কলি ফুটে পড়ে ?
অথবা কুসুম তারে টানে গো অলখে ?

এই শোভা যাত্রা বঁধু কার ঘরে যায় ?
দাসীরে লইতে শেষে
আসিছ কি বরবেশে
মোরে কি তোমার ঘর করিতে পাঠায় ?

নিত্য যোগ।

আকাশ আমি রে　　সে জ্যোছনা ভরা
সে চাঁদে হৃদয়ে রাখি,
(এ) অখণ্ড মণ্ডল　　কোন্ মেঘে বল
কেমনে রাখিবে ঢাকি।

(মোর) তরল অন্তরে　(সেই) রজতের ধারে
সহজ মিলনময়,
দু'টি আঁখি যেন　　সোহাগ মগন
এ উহারে চেয়ে রয়।

উষাজাগা ফুল　　অহেতুক সুখে
স্বতঃই হাসিয়া সারা,
লুকান বঁধুর　　গোপন চুম্বনে
এ চিত তেমনি ধারা।

সে নহে আপন　　সে নহে রে পর
(বুঝি)　সে নাগর বঁধু নয়,—
(শুধু) মোর আত্মমূল　　ডুবায়ে অকূল
সাগর হইয়া রয়।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

পরম সুখের সহজ শান্তি
মরম জুড়ান আহা,
বিষয়ের রসে কামনার দেশে
কতই খুঁজেছি যাহা।

কে জানিত মোর জনম মরণ
চেতনা অশ্রুজল
ছিল সে সোণায় মণি মুক্তা হয়ে
নিতি ওগো জ্বল জ্বল।

কে জানিত ওরে এমনটি করে
চাহিবার আগে পাওয়া—
নিত্য কমলে নিত্য ভ্রমরা
হইয়া জনম লওয়া।

ক্ষেপার বঁধু।

তারে না পেয়ে কাঁদায় এমন সুখ,
কত মিঠা নাহি জানার দুখ !

সে যে অচেনা রহি দেয় গো সাড়া,
সেধে ডেকে নাহি যায় গো ধরা।

আহা কৃপার ঠাকুর আপনি আসে
ক্ষেপার সহজ প্রণয় ফাঁসে।

যবে রাঙ্গা রাকা শশী আকাশে উদয়,
তাহে প্রাণ মোর চাঁদে চাঁদময় ;

কেন আপন অঙ্গ চুমিয়া মরি
নাথ বলি নিজ চরণে ধরি।

আবার কালো নিশা হেরি উদে গো প্রাণে
এ কেমন ধারা পীরিতি জানে।

ওগো লুকাবে কোথা আঁখিটি টিপে ?
উজল তুমি যে মরম দীপে।

আহা ভুলাবে কারে রচিয়া মায়া
আঁখি দেখা যায় ঘোমটা দিয়া

বল কাঁদায়ে কেমনে দিবে গো জ্বালা।
তুখ তব বড় প্রণয় ঢালা।

আমি মনে করি যদি যাই গো ফিরি,
তুমি সেধে লও চরণে ধরি।

কভু কলঙ্ক ডালি তুলিলে মাথে
কোঁদল কর গো আমারি সাথে।

তুমি কোথা লুকোচুরি খেলিতে পার ?
আঁখির আড় যে করিতে নার।

না দিয়ে দেখা করেছ দাসী
তাই অলখ নিঠুরে ভাল গো বাসি।

কিশোরী রূপে।

প্রেম ডগমগ প্রথম সোহাগ
শিখেছিনু দেখি তোমারে কিশোরী ;
বসুধা ছানিয়া লাবণী আনিয়া
নিছিলে কি রূপ আহা মরি মরি।

তার কি যে ডাকে ভরা বাহু দুটি লাগি
হয়েছিনু আমি প্রেম যোগে যোগী ;
ছিল নিবিড় বেষ্টনে ও অঙ্গ সোহাগী
রাঙ্গা সাড়ি বুকে স্বপন আবরি।

যেমন একটি পাপিয়া ঝঙ্কারে
সারা প্রভাতের মধু ঝরে পড়ে,
অনস্তুটি তব তেমনি গো করে
তার প্রণয় অশান্ত চোখে উঠে ভরি।

পরাণ নিঙাড়ি (তার) সে কথার লাজে
মোর যৌবনের সুখ বীণা বাজে,
ওগো রচয়িতা তব রচনার মাঝে
কি কৈবল্য সুখে রহ গো গুমরি।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

রাস নিকুঞ্জে—নারীর শ্রীঅঙ্গে
তুমি গো মুরলী বাজাইছ রঙ্গে,
প্রণয় যমুনা উছলে তরঙ্গে
রসে কোটী প্রাণ কি হরিত করি।

দুখের গায়ে সুখের আলো।

আমার ডাকে তোমার সাড়া
কেমনে মিশায়ে রয় ?
'এস গো' স্বরে এমন করে
'এসেছি' কে বলে যায়।
লুটায়ে মোর কাঁদিয়া চাহা
বুক ভাঙ্গা দুখ জুড়ায় তাহা ;
এ ভোলা পরাণ আঁখির জলে
কি সুখে চমকি চায় ?
চলিতে অথির হয় যে অঙ্গ
মোরি পদে শুনি সে নূপুর-রঙ্গ,
এ কর চরণ প্রতি তনু যেন
তারি তারি মনে হয়।
শাঙন মেঘে কাজরী খেলা—
তাই সে বসেছে জুড়ি পরাণ দোলা,
প্রেম বিজলী উজলি উজলি
সে লীলা উঘারি দেয়।

শুভদৃষ্টি।

আঁখি কাড়া ওরে শ্রবণ মোহন
পরশ জুড়ান তার
রসনা সরস কি মিলন রস
অঙ্গে অঙ্গে বঁধুয়ার।

সকল ইন্দ্রিয়ে তনু মন দিয়ে
নারিনু ফুরাতে হায়
জনম অবধি পিয়ে নিরবধি
সে মাতান মদিরায়।

বরষার জল এ দূর্ব্বা শ্যামল
বাসন্তী রজত রাতি,
শৈশব কৈশোর আনন্দের ঘোর
যৌবনের মাতামাতি।

ওরে সব সুখরঙ্গ বঁধু পরসঙ্গ
অলখ রসিক সনে,
পাঁতি পাঁতি করি পলে পলে মরি
বড় সে সাধিতে জানে।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

এ জীবন স্রোতে মঙ্গল পীঁড়িতে
উৎসব দেউটি জ্বালি,
জগত শোভায় ভাসাইয়া দেয়
কি লাগি গোপনে খালি ?
কি পূজার রঙ্গে মম মন লিঙ্গে
শ্রীবিগ্রহ শিরপর,
ভরি স্বর্ণ ঝারি জগলীলা বারি
নিতি ঢালে ঝর ঝর ?
এত পায়ে ধরা মন চুরি করা
সারাটা জীবন বহি,
ফুল ঘোমটায় মলয় মিঠায়
অধর সুধায় রহি !
কাঁদাবার সুখে এতই পীড়ন
এত জ্বালাতন করা,
পীড়ার তাড়সে চিতার হুতাশে
চোখ টিপে টিপে ধরা।
ছিল আধ চেনাচিনি বিরহ মিলনে
তাই ছিল কাঁদা হাসা,
তব সুখদুখ যুগ্ম অধর ভরিয়া
এবার চুমিতে আসা।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

সহজিয়া রাগে অটুট সোহাগে
আমারে আবির করি,
মরণেতে ভরি লয়ে পিচকারি
তুমি খেল এ জীবন হোরি।
মোর প্রেমস্বাদে হয়েছ কামুক
তৃপ্ত অকাম যোগী,
তাই চুরাশী লক্ষ যোনীতে ভ্রমিয়া
ফিরিছ আমারে মাগি।
স্বরগ মরত ভরিয়া মোদের
প্রেমের পড়েছে সাড়া
এ যে সৃষ্টি বসনে আবরি দু'জনে
দু' আঁখি গো এক করা।

পাপিষ্ঠার পতিভাগ্য।

অভাগীর পাপকথা কি দোষ হয়েছে তায় ?
ভুলাক কাঞ্চন সাজে যে তারে ভুলাতে চায়।
এ অঙ্গে কালিমা ধূলি
তার পরাণে বেজেছে বলি
তোদের দুখের স্বামী এত সুখে মোর হয়।

পাষাণে পড়িয়া বড় চরণে লেগেছে ব্যথা
দরদে সোহাগভরে সে তাই বলেছে কথা।
গুণের গরবী ওরে
নারিলি ধরিতে যারে
ভুঁয়ে খুঁড়েছিনু বলে সে কোলে নিয়েছে মাথা।

করে না কলঙ্কে ডর হাব ভাব নাহি জানে,
মান করি কাঁদি যবে মুখটি তুলিয়া চুমে ;
তোরা যত দিলি গালি
সে কাছে টানিল খালি,
তোদের এ কুলটায় চরণে ধরিল প্রেমে।

আমার পাপের ভরা ডুবিল প্রেম গঙ্গায়,
অধরে ধরিতে বিষ পরাজিল অমিয়ায় ;
সে প্রণয় ধন লাগি
তাই আমি রে ধরম ত্যাগী
এই অসতী সোহাগে যেন জনম জনম যায়।

রাজার দুলালী তোরা কেমনে জানিবি বল্
দুখিনীরে দোষী করি এ কেমন প্রেম ছল ?
চুমিয়া মুছাতে ধারা
সোহাগে সে হয় সারা ;
মজাতে চতুর বড়, অবলারি কত বল ?

তব অনন্ত প্রেম মূরতি পাগল করে আমায়,
ডুবায়ে তুয়া লালসে দুখ দেয় পায় পায়।
তোমারি তোমারি লাগি
মোরে করি দোষভাগী
কি সুখে চরণে ধরি সাধিয়া মান ভাঙ্গায় ?

তার আত্মপ্রেম।

সে আমারে দেয় দোল
প্রেমের যমুনা জলে,
কমল শয়নে তার
মরমের অন্তঃস্থলে।

অরূপে সরূপে রাস
বাজে জগলীলা বাঁশী,
তার প্রেম সাধ আমি
তনু ধরি তার দাসী।

তার কামনার ওগো
এই মণিকর্ণিকায়,
সাধি প্রেমযোগ বঁধু
বুঝি গো আমারে পায়।

আত্মহৃদি মুকুরে লো
সে নেহারে মুখ তার
সে ছবি আমি রে আমি
নিখিল মাধুরী সার।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

ওগো অপার প্রেম পাথার
আপন মূরতি চায়,
আমারে প্রকাশি ওগো
আপনার সাড়া পায়।
দাসীরে গড়িয়া সে যে
পড়েছে নিজের প্রেমে
নিজমধু আস্বাদিতে
এ দেহে এসেছে নেমে।
মোর তনু যে পরশ চাহে
শ্রুতি রহে লালসায়,
আঁখি যে মজায় রূপে
সে তো তারি আত্ম কামনায়।
অনন্ত অপরাজেয়
হয়ে প্রেম চূড়ামণি,
আপনারে চাহি চাহি
কাঙাল হয়েছে ধনি।
লক্ষ কোটী রূপ ধরে
ভাল বাসাবাসি করে,
অনন্ত সে প্রেম আশা
তাই ওগো নাহি পুরে।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

কে বলে রে ভিখারিণী
জগত ঈশ্বরী আমি,
নিখিলের লীলারাজ
আমার আমার স্বামী।
দুখ নহে সে যে পথ
মিলন কুঞ্জের তারি,
তোদের করম নাশা
মোর পুণ্য গঙ্গাবারি।

আপনি।

এ বীণা বাজায় না কেউ

আপনি বাজে,

ওরে এ সোণার ঊষা সাজায় না কেউ

আপনি সাজে।

সহজ এ যে সহজ বড়

নাম রূপের ধন,

আমার পাগল মন আকাশে

বাধলো বৃন্দাবন ;—

এ গোপী এ কুঞ্জখানি

নিতুই কানুর অঙ্গে রাজে,—

প্রেমধনের হিয়ায় সে যে।

চায় না তারে চায় না রে মন

সে চায় বসি মনের মাঝে,

সেই সুখে রয় রঙিয়ে জীবন

সেই সে আমার প্রেমের লাজে।

জগৎ খোঁজে সে নাগরে,

সে খোঁজে আমায় ;

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

সবার সাথে হাসে মোরই
চোখে চোখে চায়।
তাইতে আমার অঙ্গ ধূলায়
ঘরের কাজে
আপনি অরূপ ছটায় সাজে।

অভিন্ন।

নিবিড় দরশ
রসায়ন রস
তুমি তাই তুমি তাই।
হিয়ায় চেতনে
কথা সঙ্গোপনে
তার তুমি ছাড়া নাম নাই।
নয়ন ভরিয়া
কর্ণে কুহরিয়া
পরশে রমিয়া রে,
যে বেদন হু'টি
সুখ লয় লুটি
সে আমি সে পিয়া রে।
ওগো আধ আধ মোর
শৈশবে সুন্দর
উন্মদ যৌবন জলে,—
ওগো জীবন উষায়
সুখ কুয়াশায়
মরণেরি কালো তলে,—

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

তুমি মিঠে করে
সব আছ ভরে
করি দিয়ে পূর্ণ কাম,
ওগো চেতনে চিন্মণি
মোরি কোলে আমি
ওগো কামনারি নিত্যধাম।
আঁখি কর্ণে প্রাণে
নিতি ভোগ স্নানে
ওগো ও তুরীয় ধন।
মরম কন্দরে
ধ্যান অগোচরে
আমার চির মরণ।
যা' হারালে গো তুমি
পেলে তাই আমি
মূরতি অরূপময়;
জগত স্বপন!
ওগো রসঘন!
অফুরন্ত পরিচয়।

দূতী।

ও চরণে দোষী যদি হতে না পেতাম সই,
এত সাধাসাধি সুখ ললাটে লিখিত কই ?
পাপ ছলে তার সনে যদি না হতো গো আড়ি,
নিখিল জগত মধু যেত যে জগত ছাড়ি।

সারাটা জনম মোরে যদি না কাঁদাত বিভু
"তার দাসী" এ কলঙ্ক সুখ কি জুটিত কভু!
পাপেরে বাসি গো ভাল সে যে সে পিয়ার দূতী,
দুখচন্দ্রোদয়ে মোর রজনী গো মধুমতী।

এ চেতনা ভরা ব্যথা আমারে করেছে নারী,
লুটায়ে পরাণ কহে আমি তারি আমি তারি।
এ লীলা যমুনা জলে কানু আছে কানু নাই,
অফুরন্ত সুখ বুকে কেবলি কাঁদিতে চাই।

পাপ পুণ্য সুখ দুখ যুগল রে রাধাশ্যাম,
মোর অভিসার লাগি গোপন নিকুঞ্জ ধাম
এ মাধবী জ্যোছনায় সে যদি মূরতি নিত,
আঁখিলোর হয়ে বুঝি মনসাধ পুরাইত।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

সুন্দর মায়ায় যদি সে কভু ধরাটি দিত,
এমনি কলঙ্কে পথে বাহির করিয়া নিত।
ব্রজের নিকুঞ্জ পথ দুখ যে চিনায়ে দেয়,
পাপ ব্যথা বাহু তার অবলারে বুকে নেয়।

গৃহিণীপনা।

নিবিড় মরমে হিয়ার মাঝে

পরাণ মোর হইয়ে আছে।

নবোঢ়া লাজে করে গো ঘর

আমারি কাছে রহিয়ে পর।

সে করে সেবা মলয়ে রহি

দূর্ব্বা বুকে চরণ চাহি।

তরু আড়ে তার ঘুঘুর ডাকা

কতই সাধ্য সাধনা মাখা।

কুসুমে তুলি করে গো মানা

তার জগৎ জুড়ি গৃহিণীপনা।

তার সাথে ঘুমে আধেক জাগা

ফিরিতে অঙ্গে অঙ্গ লাগা।

আঁধার ঘরে ঘোমটা আড়ে

বড় সুখ বড় প্রণয় বাড়ে।

অচেনা বলি মাঠের বাঁশী

এত কথা কয় পরাণে আসি।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

অজানা বলি সে মুখ চাঁদে
পরাণে এমন পরাণ বাঁধে।
গোধূলি মায়ায় কি দেখা দিল
জীবনের ফুল ফুটিয়া গেল।
নারী মুখে তার লাবণী হেরে
আঁখি দু'টি মোর ফিরিতে নারে।
রাতুল পদে গুমরি কাঁদে
মম মন মাগি মানস চাঁদে।
বাহু যুগে মোরে বাঁধিল নিয়া
কেমনে এমন মুক্তি দিয়া ?
দিঠি রস রঙ্গ করিল তার
তরী হয়ে ভবসাগর পার।

অনুযোগ।

আমি মরে তুমি যদি তুমি মরে আমি,
দাসীরে বল না তবে
কেমনে গো কাছে লবে,
নয়ন অন্তরে চির বিরহের স্বামী ?

এ যেন রবি প্রেম রাগ অলক্ত চরণে
সীমন্তে সিন্দূর করে
সাঁঝ বালা অভিসারে
না পেয়ে নাথেরে কাঁদে শিশিরে গোপনে।

ওগো জীবনের এক ফোঁটা মরণে সাগর!
এত প্রেম দে'ছ যদি
কেন হ'লে বাদ সাধি
ফুরায়ে ফুরায়ে মধু হতে মধুতর!

সুখ তৃষিতের ওগো চির পরাজয়!
ভেসে আসা অজানিত
কি পুষ্প সুরভি মত
উচাটন কর প্রাণ করি সুধাময়।

লয়ে সে সুন্দরে আমি রূপ ক্ষুধাতুর,
ভুলায়ে বিষয়ে মোরে
এ রস ব্যাপারী করে
লুটে গো জীবন সেই নিঠুর ঠাকুর।

জীবন্ত কবিতা তব আমি কিগো কবি?
মোর সুষমায় চোখে
কি কথা রেখেছ লিখে,
সে ভাবে বসন্ত সাজে উদে রাঙা রবি।

জীবনে মরণে মোরা অর্দ্ধনারীশ্বর।
কত রূপে গড়ি মোরে
দেখ গো নয়ন ভরে
আমিও ও বুকে মরি দেখিতে বিভোর।

পিউ কাঁহা।

সে পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রে ?
যারে ঢাকে গো আঁচলে নিশা চাঁদিনী উঘারে
সোণালী সাঁঝের রাধা যে অঙ্গে বিহরে ;
উধাও সুনীল
মাখা মোর ছিল
উড়ন্ত আনন্দ যাঁহা রে—
সে পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রে ?

সে পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রে ?
চখের বাহির যে গো নাগালের পার,
আনে উষা সাঁঝ মোরে সুখে ডাকাবার ;
যে পাথার অঙ্গে
ঝাঁপাইয়া রঙ্গে
এত ছোট হয়ে সুখ আহা রে ;—
সে পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রে ?

সে পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রে ?
হারাইতে ডরি মোরা কিছুর কাঙাল,
হের অকিঞ্চন অভিসারে বিহগী পাগল ;

মোর বুকে যে অনন্ত
খুঁজি তারি অন্ত
হারাইয়া বিশ্ব গাহা রে—
বলি পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রে ?

সে পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রে ?
অপরশ সে ফাঁকার ভরে উড়ে যাই
বুকে ঠেলে পরশের অধিক গো পাই ;
ধু ধু শূন্য নিজে
চুমেছে সব যে
সেই পাখী পরাণের তাঁহা রে—
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রে।

সে পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রে ?
ঘুমন্ত রাগ সাগর মুখরিয়া তুলি
যে নীরবে খোঁজে মোর পাগল কাকলি ;
নিঝুমেরি পথে
উড়ে যেতে যেতে
সে অচিন দিগন্তে চাহা রে—
বলি পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা রে ?

বিরতির বঁধু।

কথার দুকূল ছাপান ছিল রে
চুপের আড়ালে কথা ;
এ মহাভাবের সূতায় বুঝি গো
যত পরাণের মালা গাঁথা।
এ আঁখি মুদিয়া যে সাধ মিটেছে
রূপে মিটেছিল কই ?
এখন সুখ যে হেলার তিয়াসার বিন্দু
আমি সেথা আমি নই।
অদেশ নিলোকে আমার অভিনে
ডুবিতে ভুলেছে চাঁদ,
জুড়াল এবার অপাওয়া পাওয়ার
বুকপোড়া পরমাদ।
কি করে রে অলি পরাণে নেহারি
ফুটন্ত মালতী বন ?
কি করে জাহ্নবী বুকে যদি পায়
সে প্রেম সিন্ধু সঙ্গম ?
শ্রবণ দু'আঁখি নেরে মোর ছুটি
নিভারে তোদের বাতি,

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

নয়ন হয়েছে পরাণ সেথায়
নাহি দিবা নাহি রাতি।
নিরূপ প্রেমের শুধু হিল্লোলে
কে মোরে বাসাল ভালি?
পিয়ামুখ হতে এত গো সুখদ
এ কোন্ নিবিড় আলো?
চেয়ে চেয়ে বড় ছিনু রে কাঙাল
আজ অকিঞ্চন হয়ে
কাহার অগম প্রণয়কুঞ্জে
চরণ যেতেছে লয়ে?

চুপি চুপি।

নিমিখ হারান অন্তর স্বাদ
দাও দাও মোরে দাও,
চির মূক তুমি কেড়ে লয়ে ভাষা
মোরেও তা' করে নাও।
এরা বলিতে উতলা বুঝেনা অবুঝ
মরম কি বলা যায়।
ভাব বৃন্দাবন তুলাল সে যে গো
চুপি চুপি লীলাময়।
মেঘে ঢাকা মোর মরমে কোথায়
সে যে কোজাগরী নিশি,
মোর ঘুমন্ত বিজন সবটুকু ভরি
আছে রে কৌমুদী মিশি।
সে মায়ার বুকের নাড়িছেঁড়া ধন
যত অসঙ্গতি তার
চির শিশুদেহে তত গো শকতি
এ পরাণ কাড়িবার।
নিখুঁতে খুঁজিস্ কেন ? দেখ্ না কে
তুলির মলিন রঙে

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

দোষগুণ মাখা প্রেমের এ ছবি
আঁকিয়া পরাণ মাঙে।
সে কানুর হাতের দুখে সাধা বাঁশী
আমি রে হয়েছি তাই
কেঁদে সে বাজালে নাহিক শকতি
হাসিতে বাজিয়া যাই।

খুঁজবি কি?

খুঁজবি কি রে খুঁজবি কি?
না খুঁজে পাওয়া ধন
খুঁজতে গে মন
শুধু হারাই হারাই হইবি
খুঁজবি কি রে খুঁজবি কি?

পরাণেরি পরাণ রে মন
ধন, খুঁজে কেন পাবি সে
ওরে অমৃত লহরী হয়ে
ভরেছে মরমটি
খুঁজবি কি রে খুঁজবি কি?

তারে নিয়ে কোথায় থুয়ে
পরাণ রাণী করিবি?
ওরে আঁচলে তার জগৎ বাঁধা
তোরেও বাকি রাখে নি।
খুঁজবি কি রে খুঁজবি কি?

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

সে মোর সকল দেখার আঁখি
আরো যা' আরো যা' বাকি,
ওরে মৃত্তুল-কামতরঙ্গ-মোহন নীলাম্বুধি।
খুঁজবি কি রে খুঁজবি কি?

জুড়ান রে মগন রাতি
হিয়ায় তার চাহনি,
তারে পাওয়ার অতল প্রেমে
ডুবে থাকার কাহিনী।
সেই সে রঙিন উষা ভরি
নীরব নিকুঞ্জে ঝরি
পড়ে রে অযুত শত এ জীবন শেফালি।
খুঁজবি কি রে খুঁজবি কি?

স্বতঃস্ফূর্ত্তি।

দু'টি কর্ণ ভরি পরাণ নিঙ্গাড়ি
গুঞ্জরে গোপন পথেঁ,
সে অলির ডাকে লাখে লাখে লাখে
কি ফুল ফুটিল চিতে।

বসন্ত সরস কার প্রেমরস
কোন মঞ্জু বরষায়,
হৃদি বীজ নিয়া করিল সিঞ্চিয়া
হরিত সুরভিময় ?

অনূঢ়া যৌবনে কার আলিঙ্গনে
মোরে করিল নবোঢ়া বঁধু ?
কারে নাথ করি আস্বাদিনু মরি
এ পতি সোহাগ মধু ?

সিঞ্চিয়া সুধায় কে দিল আমায়
যোগীর বাঞ্ছিত ধন ?
আপনারি মাঝে খুঁজিয়া পেনু যে
জগতের প্রস্রবণ !

ধরা দেওয়া যেথা মরণের নাম
জীবন সে বঁধু পাওয়া,—

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

অনন্তের সাথে   চোখো চোখী হয়ে
অধরে অধর দেওয়া।
লক্ষ জনম মরণ   ফুলে গাঁথি ওরে
প্রেম বৈজয়ন্তী মালা
স্বয়ম্বরা হয়ে   নিছিনু বরিয়ে
আমি সে পরাণ কালা।
কাল সেথা ওগো   বঁধুর সোহাগ
দেশ তার প্রেমকোর
সৃষ্টি মোদের   চুম্বন মধু
প্রলয় আঁখির লোর।

না পাওয়ায় প্রেম।

বুঝি খুলিয়া তোমারি পানে অনাদরে এ পরাণ
উর্দ্ধে চাহি ফুটে থাকা মিলনের সে মিলন ;
আগুন রেখায় জ্বলে
কালো অকূলের কোলে
বুঝি মরে ঝাঁপাইয়া তারকা পাইয়া
পতনে তার সন্ধান।

কেমনে বুঝিব তোরে ধরিতে নারিনু তাই
বিভুল ধ্রুব অজ্ঞানে অধিক করিয়া পাই ;
ভাষা নাই কুহু সুধু
তাই রে মিলায় বঁধু ;
তাই সোণা রঙে আঁকা হিজিবিজি রেখা
ত্মায় উষার তুলনা নাই।

. বিফল গো বেদনায় বড় জানা শোনা আছে,
কি এত নিকট যাহে বাহির ফুরায়ে গেছে
আঁখি খুঁজে নাহি পায়
সে নিকুঞ্জ অদেখায়,

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

সেথা আমি তুমি মিলি (রচি) মনের গোধূলি
বঁধুর ঘোমটা তুলিয়া দেছে।

মিলনে মুছিয়া বিশ্ব নিশার পরাণে রয়,
মোর এ সাধের সর্ব্বনাশ না জানি কেমন হয়।
না পাওয়ার আঁখিজল
বড় গো বড় সফল
ফেটেছে নির্ঝর পাষাণের ভার
তাতেই করিয়া ক্ষয়।

থর থর পিপাসায় কাঁপে আলো হৃদি ভরি,
তুমি নিবিড় নীল অকূল আছ সে জ্বালায় ধরি।
আমি উন্মাদ রাঙা আগুন
তুমি স্নিগ্ধ অবরণ
মগন এ দ্বন্দ্বে বিরাজো আনন্দে
কি সহজ রাসে মরি।

তৃপ্তের পিপাসা।

অযতনে নগন রে দেখেছি লাবণী তার,
তাই এত সাধ আঁকু পাঁকু তৃষা মুখখানি দেখিবার ;
সব অন্তর দিয়ে নিতি দেখা
দরশন বিনে তবু মরে থাকা,
সে সুধাকরে বেড়ে উড়ে উড়ে উড়ে
চকোরীর কাঁদা সার।
তম মঞ্জুলা নিবিড় এ রাতি
উজলিয়া মোর আছে তার বাতি ;
এ চির উৎসবে তারে পাব কবে
তারি কাছে সুধাবার।
সে আমার দুখের নীলাম্বরী পরা
মোর খুঁৎ নিয়ে নিখুঁৎ যে করা,
মম আঁখিজলধার হয়েছে রে হার
তারি গলে গজমুকুতার।
সদা কাছে দিয়ে যাবার বিদ্যুতরস
বুকে গরগর চকিত পরশ ;
আঁখি মাঝে আঁখি দিয়ে গেছে ফাঁকি
সে দুখ গেল না আর।

বন্ধনে মুক্তি।

দুখের বেসাতি করি
বঁধু আঙ্গিনায়,
দোঁহার মিলন বাঁশী
যত হায় হায়।
যত বাজ প্রেম লাজ
যত উন্মুখ
কামনারি অমিয়ায়
ভরে আছে বুক।
পল পল জীবনের
পল পল ভোগ,
বড় গো নিবিড় ছোঁয়া
বড় সম্ভোগ।
তারি তো আচলে গিঁঠ
এ মায়ার ফাঁসি,
মোর সাধিয়া নিগড় পরা
আমি যেচে কারাবাসী।
সে আলোর বরণে মাখা
আঁধারে নিবিড়,

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

শুধু বেঁচে থাকার এ
সঙ্গীতে মিড়।
কি যে সে কি নয় সে যে
অফুরন্ত কত
দেহ ফুল সেঝে দাসী
জানে ভাল মত।

জাগরণ।

সারাটা জীবন ছিল অভিসার
কেবা তা' জানিত সই?
শুনিয়া অবধি স্থখে নিরবধি
সহজে থমকি রই।
মোর কবরী বাঁধিয়া তাম্বূল সোহাগ
বসন ভূষণ সাজ
তার লাগি ছিল সব করা মোর
কি কথা বলিলি আজ।
বিকায়েছি ওগো কত যে চরণে
কত যে করেছি পর,
কে জানিত বল দুখের ধূলায়
এ পথে তাহারি ঘর?
এত যে বিপণি এত কোলাহল
কেহ তো বলেনি কভু,
আমি নিতি পিয়া পথের পথিক
আমারে ডেকেছে প্রভু।
তবে কি সবাই নেছে তারি নাম,
নিতি এ স্থখ সম্বাদ দেছে;

তাহারি জানিয়া আদরে আমায়
অলক্ত পরায়ে গেছে।
বুঝিনি সে কথা এ কিসের মেলা
কে দু'টি চরণে রহি,
কত ছলনায় কুঞ্জ দুয়ারে
নিতেছে কিছু না কহি।
সুপথে কুপথে কলঙ্ক সুযশে
কত যে মালা বদল,
অত রূপে নিতি ভজেছিনু একে
শুনি যে হনু পাগল।

ভাগবতী স্পর্শ।

অন্তর পুরে খুলি জানালা কবে না জানি
সফল প্রেম স্বপন দেখেছি সে মুখখানি ;
আতি পাতি খুঁজে নাহি পেনু সে সুখ দুয়ার,
হেলার দরশ কেন যতনেও মেলা ভার।

কবে জীবন সাধন নাশি উর্ব্বশী স্বরগবালা
হয়েছিল তপঃশুষ্ক এ কণ্ঠে প্রণয় মালা।
সে প্রাণ ভরা পরাজয় পেয়েছিনু সুধারাশি,
অমৃত রস পিয়াসু এবে কেন উপবাসী ?

কার আরতির লাগি হৃদয় দেউল দ্বার
খুলেছিল, ধূপগন্ধ এখন রয়েছে তার,
পাবন অঙ্গনে মোর উঠে সঙ্কীর্ত্তন রোল
না পেয়ে আমারি শুধু পরাণে লেগেছে গোল।

কে?

কে তুমি এই মধুর মধু

এ মায়া-বালার লুকান বঁধু?

মোর ব্যর্থ বুকের আকুল সাড়া

সুখ পরাজয় পরাণ কাড়া।

—অনায়াস ওগো আপনি ফোটা

জগতের বুকে আকুলি ওঠা।

গর গর গর শান্তি মোর

এ বহু ভঙিম-জীবন ওর।

দর দর দর প্রেমাশ্রু ধারা

রূপ অরূপের সোহাগে হারা।

আড়ি পেতে মোর দেখার ধন

সব সম্বিত ভরি আলিঙ্গন।

সমস্যা।

বিনে দরশনে মোর হয়েছ নয়নমণি,
শীতল ও প্রাণদলে বেড়েছ এ হিয়া খানি;
কাণে কাণে কহ মোর
বুঝি না কি মনচোর,
কবে মজাইয়ে গেছ এ অবগুণ্ঠন টানি।

কবে গো গোপনে আসি পরশি আকুল কর
অপরূপ কি দেখায়ে অবলারি মন হর;
এ অঙ্গ শিহরি রয়
লাজ ভরা প্রতীক্ষায়,
আবার উঘারি হিয়া দাসীর নয়নে ধর।

সে জগত নাটময়ী তোমার গো মন কথা
সুখের কাহিনী তায় কত আঁখিজল ব্যথা :—
আমারে মাগিয়া তব
এ বুঝি প্রেম বিভব,
সসীমেরি তিয়াসায় অসীম পাগল যেথা।

দ্বীপান্তরের বাঁশী।

আমারে পেয়েছ তুমি তোমারে পাইনি পিয়া,
তাই খুঁজে মরি, তুমি সুখে আছ মোরে নিয়া;
অন্তরতম ধনে
বলগো বল কেমনে
লইব মন-বাঁধনে দুই ভুজ পসারিয়া ?

তুমি গো অরূপ বঁধু আমি যে রূপ-পাগল,
ডাক মন মোহনিয়া ঝরে মোর আঁখি জল;
আমার আঁখির সাধ
তাহে যে সাধিলে বাদ
অনন্ত মূরতি ধরি, এ কি জগন্ময় ছল !

সুখেন্ন অতৃপ্তি।

চিরটি দিনের সে পাওয়া বঁধুরে
কত করে পেতে সাধ,
তাই বুকে লয়ে পাইনি ভাবিয়ে
আমার এ প্রেম-উন্মাদ।

কভু পর করে তারে করি গো আপন
হারায়ে খুঁজিতে ধাই,
আবার লুকায়ে মরমে পরাণ-রতনে
নিজেরে কত কাঁদাই।

এ তনুর মোর অণুটি অবধি
সে বঁধু রসরসিক
আমি ভুলিলেও মোর অন্তর রাণী
তারে চেয়ে অনিমিখ

মোদের গভীর পীরিতি নিবিড়ে লুকায়ে
আমরা নাট নটাই,
সে পলায়ে কাঁদাতে ভালবাসে বলি
কাঁদিয়া সাধাতে চাই।

ওগো প্রেম সেঝ পাতি দ্বারে নিশি জাগি
পথে চেয়ে কত সুখ;
আবার অনাদরে তার অভিমান তুলি
সুধাসুমধুর দুখ।